উপদেষ্টা
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীদের অধিকার, সুরক্ষা এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপনের সূচনা। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিশ্বব্যাপী প্রবাসীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিপুল জনশক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিবাসী কর্মী বৈদেশিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পালিত এ দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তবর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রেক্ষাপটে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত বৃহত্তর সংস্কার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভিবাসন উন্নয়ন, শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সেবা সহজপ্রাপ্তির জন্য প্রতিটি বাংলাদেশী দূতাবাসে ২৪ ঘন্টা হট-লাইন সেবা, নারী কর্মীদের জন্য শেল্টার হোম এবং দূতাবাস অ্যাপসের মাধ্যমে কনসুলার সেবা চালুসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও অভিবাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরামসমূহে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অভিবাসীদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে।

অভিবাসী কর্মীরা গন্তব্য দেশসমূহের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। একইসাথে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের উন্নয়নে সার্বিক অবদান রেখে চলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরও সুসমন্বিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এ দিবসে বাংলাদেশের সকল অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মোঃ তৌহিদ হোসেন